TOPIC 46

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য্য'র একটি সাক্ষাৎকার (প্রেশক্রিপশান পত্রিকায় প্রকাশিত)

চোখে স্বপ্ন 'হোমিওপ্যাথি'-কে সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার। অল্প বয়সেই হোমিওপ্যাথিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন, দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি। তবু শেখার অসীম আগ্রহে ব্যস্ত চেম্বার বন্ধ করেও তিনি ছুটে চলে যেতে রাজী যে-কোনো প্রান্তরে। আগামী দিনের হোমিওপ্যাথির ভবিষ্যত 'ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য্য' একান্ত সাক্ষাৎকারে মেলে ধরলেন নিজেকে।

প্রশ্ন: আপনি চিকিৎসা পেশায় কিভাবে এলেন?

উ: পারিবারিক প্রভাব অল্প ছিলই। আমার ঠাকুরদা ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষক। পাশাপাশি তিনি শখের কবিরাজী চিকিৎসাও করতেন। এছাড়া আমার বড়কাকা দিল্লীর একজন স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। কোনোরকম সোর্স ছাড়াই এবং হিন্দী ভাষা বিন্দুমাত্র না জানা সত্ত্বেও তিনি মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে ভারতবর্ষের রাজধানীর বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখান থেকেই আমার মনে হয় যে চিকিৎসাকে পেশা করলে চাকরীর মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না, বরং অনেক বেশী সম্মানের সঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। আমার বাবাও হোমিওপ্যাথির অন্ধ ভক্ত। সেই সূত্রেই আমার এই পেশায় আসা।

প্র: আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা তো সর্বোচ্চ মানের। শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উ: উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বারাকপুরে পড়াশুনো করেছি। এরপর বর্ধমান হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ থেকে বি.এইচ.এম.এস. এবং বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ইউনিভার্সিটি থেকে এম.ডি. (হোম) সম্পূর্ণ করি। ইংল্যান্ডের ট্রিনিটি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে সাম্মানিক পি.এইচ.ডি. প্রদান করেছে।

প্র: কর্মজীবনেরও তো অনেকটা সময় বাইরে কেটেছে?

উ: হ্যাঁ। পাশ করার পর প্রয়াত ডাঃ মহেন্দ্র সিংহের উৎসাহে নেপাল

Scanned by CamScanner

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে লেকচারার হিসাবে যোগদান করি। পরবর্তীকালে সেখানে কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বও সামলাতে হয়। এরপর বিহারের কাটিহার হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও আসানসোল হোমিওপ্যাথিক কলেজেও অধ্যাপনা করি।

প্র: চিকিৎসক হিসাবে আপনার উত্থানের জন্য আপনি কাকে কৃতিত্ব দেবেন?

উ: অবশ্যই প্রবাদপ্রতীম হোমিওপ্যাথ ডাঃ প্রকাশ মল্লিককে। কলেজ স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। সেখান থেকে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি যেভাবে সন্তান-স্নেহে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন, তার তুলনা নেই। এবং শুধু আমি না, আমার মত অসংখ্য জুনিয়র হোমিওপ্যাথের জীবনও তাঁর সান্নিধ্যে এসে বদলে গেছে। এছাড়াও আমি ঋণী ডাঃ বিমল কুমার পালের কাছে, যিনি হোমিওপ্যাথির ব্যাকরণ চেম্বারে বসিয়ে আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। অপর দিকপাল হোমিওপ্যাথ ডাঃ সুনির্মল সরকার এবং ডাঃ এস জেড খানের কাছেও শিখেছি এবং শিখছি প্রতিনিয়ত। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি হোমিওপ্যাথির জগতে আমার এই চারজন শিক্ষককে প্রণাম জানাই।

প্র: চিকিৎসক হিসাবে আপনি কি অবদান রেখে যেতে চান?

উ: সাধারণ মানুষের ধারণা হল হোমিওপ্যাথি ধীরে ধীরে কাজ করে। আমি মানুষের এই ধারণা বদলাতে চাই। আমি চিকিৎসক হিসাবে স্বল্পতম সময়ে রোগীর কষ্ট লাঘব ও আরোগ্যের উপর গুরুত্ব দেব।

প্র: কিন্তু সবাই তো একই ওষুধ নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাহলে আপনি কিভাবে দ্রুত রোগী নিরাময় করবেন? পার্থক্যটা কোথায়?

উ: পার্থক্যটা রোগী অনুয়ায়ী ওষুধের প্রয়োগ পদ্ধতিতে। হোমিওপ্যাথিতে মূলতঃ চারটি ধারায় চিকিৎসা করা হয়। একটি মহাত্মা হ্যানিম্যান, কেন্ট, বোনিংহোসেন ইত্যাদি নির্দেশিত ক্ল্যাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি, যেখানে রোগীর বংশ ইতিহাস, শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ নিয়ে একটি মাত্র ওষুধ নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়টি হল ডাঃ এম এল শেগাল নির্দেশিত 'শেগাল মেথড'। কেউ কেউ একে 'অ্যাপ্লায়েড মাইন্ড' মেথডও বলেন। এখানে শুধুমাত্র রোগীর বর্তমান মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করা হয়, শারীরিক লক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তৃতীয়টি হল ডাঃ পি. ব্যানার্জীর নির্দেশিত মিহিজাম ধারা। এরই অপর নাম 'অ্যাডভান্সড হোমিওপ্যাথি' বা 'ব্যানার্জী প্রোটোকল'। এখানে

Scanned by CamScanner

একটি নির্দিষ্ট রোগ বা লক্ষণ সমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট শাক্তির এক বা একাধিক ওষুধের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল কোন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সবধরনের রোগী সারে না। এই অভাব পূরণ করেছে ডাঃ প্রকাশ মল্লিক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথির নবতম চতুর্থ ধারা 'মল্লিক মেথড', যেখানে রোগী বা রোগের ধরন দেখে চিকিৎসার মেথড ঠিক করা হয়। এতে রোগী ন্যূনতম সময়ে আরাম অনুভব করেন ও আরোগ্য লাভ করেন। ফলে তাঁর হোমিওপ্যাথির উপর বিশ্বাসও দৃঢ়তর হয়। আমি এই পদ্ধতিরই একজন সহযোদ্ধা হিসাবে কাজ করে একে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

প্র: একজন চিকিৎসককে সফল হতে গেলে কি কি গুণ থাকা দরকার বলে আপানি মনে করেন?

উ: Success in a process, not a state. সাফল্য একটি অবস্থা নয়, একটি চলমান প্রক্রিয়া। কোনো এক পর্যায়ে চিকিৎসক সাফল্য পেলেই সেখানে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। সেই সাফল্যকে ধরে রাখা আরও কঠিন। তাই চিকিৎসককে ক্রমাগত নিজেকে আরও ধারালো করার চেষ্টা করতে হবে। কোয়ালিফিকেশন বা শিক্ষাগত যোগ্যতা এর একটি ধাপ। অপর একটি ধাপ হল গুরুর সান্নিধ্য। সর্বদা সফল চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করতে হবে, সে তিনি অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি যাই হোন না কেন। শুধু সফল হোমিওপ্যাথই নন, একজন পাশ না করা তথাকথিত 'কোয়াক' চিকিৎসক বা সাধারণ মানুষের কাছে থেকেও অনেক ওষুধের ব্যবহার শেখার আছে। কিন্তু সেই শেখা শিখতে গেলে সবার আগে নিজের শিক্ষার, ডিগ্রীর অহংকার ত্যাগ করতে হবে। ফেলুদার গল্পের সিধুজ্যাঠার মতো নিজের মনের জানলা খুলে দিতে হবে। তবেই বিশুদ্ধ বাতাস ভিতরে প্রবেশ করবে। দশজন দেবতার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েই দুর্গা দশভুজা হয়ে অসুর নিধন করেছিলেন। তাই রোগরূপী অসুরকে নিধন করতে হলে আমাদেরও দশজনের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজের মধ্যে পুঞ্জিভুত করতে হবে। আর চাই অধ্যবসায়, মানুষের সঙ্গে মেশার দক্ষতা, সততা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও সফল হওয়ার তীব্র আকাঙক্ষা। এই গুণগুলোই একজন সফল চিকিৎসককে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয় বলে আমি মনে করি।

Scanned by CamScanner